কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।”

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং এককভাবেই শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً

“আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট, বড়। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করতে হবে।”

পরিপূর্ণ দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর এবং তাদের উপর- যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পথের পথিক হবে ও তাঁর দেখানো পথে জিহাদ করবে।

হামদ ও সালাতের পর-

আমরা সর্বপ্রথম আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি ও তাঁর সুমহান নামসমূহের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। যিনি তাঁর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহ. এর ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ কথাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। তিনি বলেছিলেন: “মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন, অন্যদিকে বুশ আমাদেরকে পরাজিত করার ওয়াদা করেছে। অচিরেই বিশ্ববাসী দেখতে পাবে যে, দুই ওয়াদার কোন ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়!”

সুতরাং সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি ক্রুসেডার আমেরিকাকে লাঞ্ছিতকরণের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক মহান বিজয় নিশ্চিতভাবেই সমগ্র বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তা এভাবে যে, গৌরবান্বিত আফগানিস্তানের পুণ্যভূমি থেকে ক্রুসেডার আমেরিকা তাদের দখলদার সৈন্যদেরকে প্রত্যাহার করে নিবে। এমনিভাবে গৌরবান্বিত আফগানিস্তানের পুণ্যভূমি থেকে সকল দখলদার বাহিনীর প্রত্যাহার, দখলদারিত্ব অবসানের লক্ষ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে মু'মিন মুজাহিদদের বিবৃতিসমূহ এবং লাঞ্ছনাকর শর্তাবলীর সামনে আমেরিকার অবনত হওয়া ও নতি স্বীকার করা। (এসবগুলোর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ)

পাশাপাশি আমরা এই মহান বিজয় উপলক্ষ্যে আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ, ইমারতে ইসলামিয়ার সকল মু'মিন মুজাহিদ ভাই, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সকল আফগান জনগণ এবং আমাদের বিজয়ী মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যদের প্রতি সর্বোচ্চ অভিনন্দন ও শুভ কামনা জ্ঞাপন করছি।

আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে দখলদার বাহিনীর প্রত্যাহার চুক্তিকে সুস্পষ্ট মহান বিজয় এবং আমেরিকা ও তার মিত্রদের লাঞ্ছনাকর পরাজয় হিসাবে বিবেচনা করছি। এমনিভাবে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করছি- তিনি যেন এই চুক্তিকে ব্যাপকভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্য, বিশেষ করে আফগানিস্তানের জনগেণের জন্য কল্যাণকর হিসাবে কবুল করেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথের দিশা দানকারী।

সম্মানিত মুসলিম উম্মাহ! বিগত দিনগুলোতে যা সংঘটিত হয়ে গেল, তাতে আমাদের জন্য অত্যন্ত বড় শিক্ষা রয়েছে। এককথায় দীর্ঘ বিশ বছরের রচিত অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্তসার। আর তা হলো: যখন মুসলিম উম্মাহর এক মু'মিন সম্প্রদায় তাদের রবের রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে, তাদের সৃষ্টিকর্তার উপর তাওয়াক্কুল করবে, সত্যপন্থী উলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পাশে সমবেত হবে, তাদের ঐক্য বজায় রাখবে, একসারিতে কাতারবন্দি হবে, ধৈর্য ও সালাতকে তাদের জিহাদের পথে পাথেয় হিসাবে গ্রহন করবে, তখন তারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তাওফীকে যুদ্ধের ময়দানে বৈশ্বিক কুফরী বাহিনীকে লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারবে। যদিও সমগ্র দুনিয়া তাদেরকে পরিত্যাগ করে।

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।”

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে সমসাময়িক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ ক্রুসেডের ক্রুসেডার দেশসমূহকে লাঞ্ছিত করেছেন! তাদের সামরিক অস্ত্রাগারসমূহ, যুদ্ধবিমানসমূহ এবং ধ্বংসাত্মক অস্ত্রসমূহ তাদের কোন কাজে আসেনি। এমনিভাবে তাদের সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর সরঞ্জামাদিও তাদের রক্ষা করতে পারেনি, যার দরুন আল্লাহর হুকুমে তারা সকলেই মুষ্ঠিমেয় ধৈর্যশীল মু'মিনদের নিকট পরাজয়বরণ করেছে। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الروم: ٤٧﴾

“মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।” (সূরা রুম: ৪৭)

সুতরাং আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই এবং আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা আর কারো হতে পারে না।

যখন আফগান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন তাতে তিনটি মার্কিন প্রশাসন একের পর এক নেতৃত্ব দিয়েছিল। শুরুতে রিপাবলিকান প্রশাসনের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এমনিভাবে রিপাবলিকান প্রশাসনের পক্ষ হতেই তাদের সৈন্য প্রত্যাহার ও পরাজয়ের ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তাদের পরাজয় তিনটি মার্কিন প্রশাসনের পরাজয় হিসাবেই বিবেচিত হবে।

অন্যদিকে মহান আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করলেন না যে, মু'মিনদের বিবৃতির মাধ্যমে তাদের পরাজয় ও নতি স্বীকার করার স্বীকৃতি প্রকাশ করবেন। বরং তিনি এটা পছন্দ করলেন যে, রিপাবলিকান ট্রাম্প প্রশাসনের মাধ্যমেই এটার স্বীকৃতি প্রকাশ করবেন, যা আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ও বিদ্বেষের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান করে থাকে।

এ বিষয়ে আমরা সকল উলামায়ে কেরাম, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও চিন্তাবিদদেরকে আহবান করছি - আপনারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিউক্লিয়াস (মূল অংশ) প্রকল্পের সাফল্যের জন্য ইমারতে ইসলামিয়াকে সমর্থন করুন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত সত্য শরীয়াহর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

অনুরূপভাবে আমরা সকল মুসলমান ভাইদের প্রতিও উদাত্ত আহবান করছি - আপনারা ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীন ও আফগান মুসলিম জনগণের অনুসরণ করুন। আর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন যে, জুলুম ও দেশী-বিদেশী দখলদারদের স্বৈরাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত সত্য শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র পথ হলো: আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা করা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর দিকেই ফিরে আসা এবং তাঁর রাস্তায় দাওয়াত ও জিহাদের কাজ করা।

সুতরাং হে প্রিয় উম্মাহ! আপনারা একমাত্র আল্লাহর রজ্জুকেই শক্তভাবে ধারণ করুন, আপনাদের মালিকের প্রতি নেকধারণা পোষণ করুন। কেননা, তিনি কতই না উত্তম মালিক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। আপনারা আল্লাহর জন্য জিহাদ করুন, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। ইয়াকিন ও সবরের পাথেয় সংগ্রহ করুন। তাওহীদের কালিমার ভিত্তিতেই আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন। কারণ, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে এবং কাফিরদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে এটাই একমাত্র পথ।

হে সম্মানিত আফগান জাতি! আমরা আপনাদেরকে এই মহান বিজয়ের প্রেক্ষিতে শুরুতে ও শেষে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা শুকরিয়া জ্ঞাপন করার উপদেশ দিচ্ছি। অতঃপর আরো কিছু উপদেশাবলী প্রদান করছি-

- আপনারা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জ্ঞানী এবং সচেতন নেতৃত্বের আশেপাশে সমবেত হোন, যারা তাদের রবের শরীয়ত ও দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছে!

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।”

- ভালো কাজে তাদের আনুগত্য করুন!

- তাদের প্রতি ভালোবাসা, সাহায্য, বন্ধুত্বের ঘোষণা প্রদান করুন, যারা তাদের দ্বীন ও তার নীতিমালাকে আঁকড়ে ধরেছে!

- ইসলামী শরীয়াহর আলোকে ন্যায় বিচারককারী ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করুন!

- কালিমায়ে তাওহীদের ভিত্তিতে বৈঠকের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ততা ও খণ্ডিত অবস্থার অবসান করুন!

- আপনারা আপনাদের খাঁটি আফগানী পরিচয় ও উচ্চ ইসলামিক নীতি এবং ঈমানী আত্মসম্মানবোধ ও আভিজাত্য সংরক্ষণ করার সাথে সাথে আপনাদের সামাজিক জীবনে প্রয়োজনীয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে ইমারতে ইসলামিয়ার উদ্যোগকে সমর্থন করুন!

- আপনারা একের পর এক যুদ্ধ দ্বারা জর্জরিত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আফগানিস্তানের কাঠামো পুনর্নির্মাণ ও বিকাশে আপনাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহন করুন! এমনিভাবে এই পুণ্যভূমির প্রত্যেক মুসলিমের সুরক্ষা, সুখ-শান্তি এবং প্রশান্তি ইত্যাদির মৌলিক অধিকারের সমর্থন ঘোষণা করুন!

হে গৌরবান্বিত আফগানিস্তানের ধৈর্যশীল মুজাহিদগণ! আপনাদের প্রতি আমাদের উপদেশ হলো-

- সমস্ত মুজাহিদকে অবশ্যই সংঘটিত চুক্তির সামনে দায়বদ্ধ থাকার অনুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং চুক্তি লংঘন করা বা বিশ্বাসঘাতকতা করা কোন সৎকর্মশীল ঈমানদারের আখলাক হতে পারে না। যদিও ক্রুসেডার ও তাদের মিত্রদের বিশ্বাসঘাতকতা করা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।

- পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করুন, জরুরি অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে রাখুন! কেননা, কাফিররা কামনা করে যে, তোমরা তোমাদের হাতিয়ার থেকে কোন রূপে অসতর্ক হয়ে যাও, যাতে তারা একযোগে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে।

- ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃত্বের অধীনে, মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর আমল করার নিমিত্তে সামরিক প্রশিক্ষণে যোগদানের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিন, যে ব্যাপারে তিনি তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে চমৎকারভাবে বলেছেন-

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...﴾ ﴿الأنفال: ٦٠﴾

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার! নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর।”(সূরা আনফাল: ৬০)

- আপনাদের জন্য আবশ্যক হলো: যিকিরওয়ালা ও রিবাতের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিদের ইলমী মজলিসসমূহ ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্রসমূহ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির স্থানগুলোকে স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা হিসাবে গ্রহন করা, যাতে করে আপনারা আপনাদের মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকটতম ও প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

মোটকথা: আপনাদের জন্য আমাদের উপদেশাবলী ঐ গুলোই, যা আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ তাঁর সর্বশেষ বার্তাতে উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো-

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।”

“আফগান মুসলিম জাতি, বিশেষ করে মুজাহিদগণের উপর আবশ্যক হলো: তারা এই প্রকাশ্য বিজয়ের মত মহান নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। তাদের রবের প্রতি বিনয়াবনত হবে, যাতে তিনি তাদের তাকওয়া, দ্বীনদারী, আমানতদারী ও বিনয়কে আরো বাড়িয়ে দেন। এমনিভাবে অহংকারবোধ, উচ্চ মর্যাদা কামনা, অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার ও নিজেদেরকে বিশেষায়িত করার প্রবণতা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, এই বিষয়গুলো জিহাদের প্রাণশক্তি ও বিজয়ের চেতনার সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ...

ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীনের কর্তব্য হলো: তারা তাদের সারিগুলোকে আরও সুদৃঢ়, সুসংগঠিত এবং সক্রিয় করবে। যেন তারা তাদের একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারে এবং দখলদারিত্বের অবসানের পর তাদের জাতির মাঝে সমৃদ্ধি আনতে পারে। এমনিভাবে ভবিষ্যতে দুর্ভাগ্য বয়ে আনতে পারে এমন বিষয়ের মোকাবেলা করার, ইসলামী সরকারের প্রতিরক্ষা করার, সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা ও ব্যাপক শান্তি নিশ্চিত করার এবং জাতির সেবা করার ক্ষেত্রে সকল সম্ভাব্য ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি বজায় রাখবে।”

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আমাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে দু'আ করছি- তিনি যেন আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, মরক্কো, পূর্ব আফ্রিকা, সিরিয়া ও সকল মুসলিম বিশ্বের মুজাহিদীন ভাইদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। নেককারদেরকে সম্মানিত করেন এবং গোনাহগারদেরকে হেদায়েত দান করেন। তিনি তাঁর রহমতের বারি বর্ষণ করেন এবং তাদের জন্য তাদের কাজ-কর্মকে ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা করেন।

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِين.

****

রজব ১৪৪১ হিজরী

ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইংরেজী